"বেহেস্তের সোজা পথ"

(সৈয়দ হাবিবুর রহমান)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার এক প্রীয় বন্ধু হিলাল এসে বল্লো চলুন রহমান সাহেব কাল আবার আসবো। মুক্তমনাদের বই সংগ্রহ করা হিলালের এক নেশা। অল্‌ষ্টনক্রাফট থেকে আরজ আলী মাতব্বর সহ সকল নারীবাদী মুক্তমনাদের লেখা বিশেষ করে নিষিদ্ধ বইগুলো খোঁজে খোঁজে সংগ্রহ করা তার কাজ। বাংলাদেশে থাকতে পোষ্ট করে আমার কাছে পাঠাতো। এবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে এক গাদা বই। আজো একটা বই নিয়ে এলো আমার জন্য। শফিকুর রহমানের লেখা 'হিউমানিজম'। হিলাল কেন ধর্ম চর্চা করে জিজ্ঞেস করায় বল্লো-

- রহমান সাহেব, আমি নিজেই জানিনা কেন করি। আচ্ছা বলুন আজকের ওয়াজের সারমর্ম কি দাঁড়ালো?
- একটা বিষবৃক্ষ রোপণ করা হলো, ফল ধরবে আগামী মঙ্গলবার। গাছটির ফল-মুল, ডাল-পালা সহ ভক্ষন করবে বেহেস্তের পাগল হাভা বোবা ঐ মানুষগুলো।
- আমার মনে হয় কার্লমার্কস্ আর রাসেল Social Conflict এর মূল কারণ নির্ধারণ করতে কিছু ভুল করলেন।
- কি রকম?
- Capital আর Power কে তারা প্রাধান্য দিলেন Social Conflict এর কারণ হিসেবে, এখানে ধর্মই মূল কারণ হওয়া উচিৎ ছিল।
- আর্থসামাজিক উন্নয়নে ধর্ম যে প্রধান অন্তরায় Karl Marx তা বলেছেন। তিনির ভাষায় ধর্ম হলো ধনীদের বিলাসিতা আর গরীবের জন্য অভিশাপ।
- আগামী কালের ওয়াজ মহফিলের Agenda কি জানেন?
- না তো
- Capitalism/Socialism বনাম ইস্‌লামী অর্থনীতি।
- খুব Interesting subject তো।

দিনের বেলা খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম ইসলামিক ফোরামের সদস্য সংখ্যা কম হলে ও তারা এবার এক হাত দেখিয়ে দেবে। গ্রোপিং হচ্ছে হাত কাটা রগ কাটার প্রশিক্ষন প্রস্তুতি চলছে। সন্ধ্যায় Youth Club এ ১৫/১৬ বৎসরের কয়েক জন সদস্য আমাকে জিজ্ঞেস করলো-

-হাবিব সাহেব What's going on?

-কি?

-In our Community?

আমি কিছু বলার আগে ই আরেকজন বল্লো-

-What the f*** they fight about? Sorry I shouldn't swear but, তাদের কোন্ বাবার সম্পত্তি নিয়ে এত ঝগড়া?
-তোমরা ওয়াজ শুনতে মস্‌জিদে যাওনা?
-মিয়াসাবরা বাংলা আরবী মিলায়ে কি যে ওয়াজ করেন, কি বলেন মাথামুন্ডু কিছু ই বুঝিনা।
- ঝগড়ার কারণ আমি বুঝায়ে বল্লে ও তোমরা বুঝবেনা। Mukto-Mona নামের এই ইনটারনেটের ই-মেইল Address টা রাখো। University লাইব্রেরীর ঠিক উল্টো দিকে Café Internet নামে একটি চায়ের দোকান আছে, 50 pence per hour দিয়ে Internet ব্যবহার করা যায়। এই Website খোলে দেখবে 'My Experience With Islam' নামে Jahed Ahmed এর লেখা একটি Statement আছে। লেখাটি Print out করে নিতে পারো 2 Pence per page খরচ হবে। আগামী রোববার ঐ Statement এর উপর তোমাদের মন্তব্য শোনবো।

দরজায় বিশেষ ধরনের ঠোকা হিলালের আগমনের পূর্ভাবাস। ঘরে ঢুকে ই স্বহাস্যে বল্লো-

-রহমান সাহেব, তৌরিত কিতাবের বাংলা নিয়ে এলাম।
-কার লেখা?
-মোস্তফা মীর। বই এর নাম 'উল্লেখ্য'।
-'উল্লেখ্য' নামে খবরের কাগজে নিয়মিত ভাবে তাঁর ধারাবাহিক লেখার বেশ কিছু আমি পড়েছি।
-দুইটা বই দিলাম, দুই সপ্তাহ সময় নিয়ে পড়ুন, এবার চলুন ইসলামী অর্থনীতির সবক নিতে প্রবৃত্ত হই।

ওয়াজ মহফিলের উপস্থিতি বিগত দুই রাতের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। সকলের চেহারা ই যেন গোপন রহস্যের ধুর্ত দুষ্টু হাসিতে উদ্ভাসিত। এই মানুষ গুলো নিয়ে ই আমার সমাজ। অনেক ই আমার পুতুল খেলার সাথী। গ্রামের হাইস্কুলের সাথী ও আছেন বেশ কয়েকজন, তাদের কেউ করতেন ছাত্র ইউনিয়ন, কেউ জাসদের মশাল জ্বালিয়ে রাত দুপুরে সারা গ্রাম জুড়ে তুলতেন গর্জন। তেত্রিশ কোটি ইঁদুর সাবাড় করে সকল বিড়াল হাজ্বীর ঢং সেজেছেন। ভাল ভাবে ই চিনি সকলকে। বেশীর ভাগ শ্রোতা, কোনদিন পাঠশালার দ্বার ও দেখেন নি।

যথাসময়ে বক্তা মৌলানা ওলিপূরী একখানা কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রচলিত ধারায় আল্লাহ্ পাক ও রাসুলে করিমের (দঃ) প্রশংসান্তে কালামে পাক থেকে হুজুর যে আয়াতটি আবৃতি করলেন, তার বাংলা তরজমা হলো- *'আমি (আল্লাহ) যাকে ধনী করতে চাই তাকে কেউ গরীব বানাতে পারবেনা, আমি যাকে গরীব রাখতে চাই, তাকে কেউ ধনী বানাতে পারবেনা'।* হুজুর বলছেন-

-'দারিদ্রমোচন' একটি কুফরি কালাম। আল্লাহ পাকের ইচ্ছার বিরূদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করা। বাংলাদেশের তাগুত (বস্তুবাদী) অর্থনীতিবিদ বুদ্ধিজিবীদের মাথায় 'দারিদ্রমোচন' এর ভুত চেপে বসেছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ধনী, গরীব নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল মানুষের স্বার্থে বৈষম্যহীন অর্থনীতি তৈরী করতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। যেমন সূর্যের আলো, অক্সিজেন, সারা পৃথিবীর মানুষের উপভোগ্য অমূল্য সম্পদ। সারা পৃথিবীর অর্থনীতি চলছে দুইটা বাতিল মতবাদের উপর, Capitalism আর Socialism. Capitalism এর বিষদংশনে জগত আজ ক্ষতবিক্ষত। গরীবের পেট থেকে অন্ন কেড়ে নিয়ে ধনীর পেট ভরা হলো Capitalism এর ধর্ম। এখানে গরীবের মালিক হয় ধনী। আর Socialism এর অর্থনীতিতে গরীবের মালিক হয় সরকার। Socialism এর অর্থনীতির একটা উদাহরণ দেই- সমাজতান্ত্রিক আইনে একজন শ্রমিকের ভাতা হলো তার শ্রমের মূল্যানুপাতে। আর ইস্‌লামী অর্থনীতির আইনে একজন শ্রমিক ভাতা পায় তার পরিবারের সদস্যানুপাতে। মানব রচিত অর্থনীতির কুফলটা লক্ষ্য করুন। একজন শ্রমিকের পরিবারে ৭ জন সদস্য, আরেকজনের পরিবারে মাত্র দুইজন। শ্রমিকদ্বয়ের শ্রম-মূল্য সমান হলে সমাজতান্ত্রিক আইনে তাদের ভাতা ও হবে সমান। হায়রে মানব রচিত বৈষম্যমূলক অর্থনীতি। এই অর্থনীতি দিয়ে Karl Marx শ্রেণীহীন সমাজ গড়তে চান, আর মুসলমানরা এটা অর্থনীতি না স্বার্থনীতি বুঝলোনা। হঠাৎ করে ই বাংলাদেশের এক 'নটি' বা ইন্টারন্যাশনেল বেশ্যা ও বলা যায়, তার একটা উক্তি মনে পড়ে গেলো। *অপর পক্ষ* নামে তার এক বইয়ে সে লিখেছে "বাংলাদেশের গুন্ডা-পান্ডারা যেমন মেয়েদেরকে মা-ল বলে, ইসলামের মুহাম্মদ ও নারীকে মাল বলেছেন"। নায়ুজুবিল্লাহিমিন জালিক। এই কুকুরী বা কুত্তি, যে বলে আমার পেট আমার যাকে খুশি তাকে দেবো, যে কখনো পেট বিকায় ভারতে, কখনো সুইডেনে তার নাম হলো তসলিমা নাসরীন। আমি তার দেয়া বুখারী শরীফের রেফারেন্স খোঁজে সেই হাদিসটি বের করলাম। মুসলমানরা ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষা না জানার সুযোগ নিয়ে তসলিমা হাদিসটির অপব্যাখ্যা করেছে। আমি সেই হাদিসটি আপনাদের সম্মুখে তেলায়াত করে শোনাচ্ছি- *আদ্দুনিয়া কুল্লুহুল মাতা- ওয়া খাইরু মাতা-ইদ্দুনিয়া আল্ মারআ-তুস্‌সালিহা। (আও কামা কা-লা আলাইহিস্‌সালাতু আস্‌সালাম)* আল্লাহ্ পাক রাবুল আলামীন তার হাবিব, দোস্ত মুহাম্মদের (দঃ) মাধ্যমে জগতবাসীকে জানিয়ে দেন- *"হে পৃথিবীর মানবজাতি, এই সারা বিশ্ব তোমাদের উপভোগ্য সম্পদ, আর এই উপভোগ্য সম্পদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অমূল্য সম্পদ তোমাদের সতী সাদ্ধী নেক আমলদার নারী"।*

চলবে-